



**Ankit Metal & Power Ltd.**

CIN No. : L2710IWB2002PLC094979

Corporate & Communication Office :

SKP HOUSE

132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026

Telephone : +91-33-4016 8000/8100

Fax : +91-33-4016 8107

E-mail : info@ankitmetal.com,

Web : www.ankitmetal.com

Works :

P.O.-Jorehire, P.S.-Chhatna,

Dist.-Bankura, Pin-722137

West Bengal

Telephone : (03242) 280593/280594

**Date: 16<sup>th</sup> November, 2023**

To The Listing Department <b>BSE Limited</b> P. J. Towers, 25 <sup>th</sup> floor Dalal Street, <u>Mumbai - 400 001</u>  <b>Ref: Scrip Code 532870</b>	To The Listing Department <b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza Bandra Kurla Complex <u>Mumbai - 400 051</u>  <b>Ref: Scrip Symbol - ANKITMETAL</b>
---	---

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper publication of Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023 under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clippings of newspaper publication of extract of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023, published in "Financial Express" (English) and "Ekdin" (Regional Language) on Thursday, 16<sup>th</sup> November, 2023.

Kindly take the same on your record.

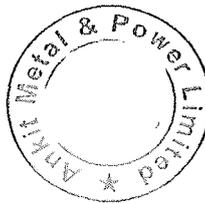
Thanking You

Yours Sincerely,

For, **Ankit Metal & Power Limited**

**Sujal Dutta**

Company Secretary & Compliance Officer



**Encl: As Above**





# চিত্রগুপ্তের পূজোর পরেই ভাইফোঁটা আরামবাগের বাতানলের সরকার পাড়ায়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার শেষ সীমায় অবস্থিত আরামবাগের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল বাতানল। ১২১ বছর ধরে চিত্রগুপ্তের পূজো করে আসছেন এই অঞ্চলের কায়স্থপাড়ায় প্রায় ১৮টি পরিবার। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। রীতি মেনে হল যমের হিসাব রক্ষক তথা ঠাকুর চিত্রগুপ্তের পূজো। জানা গিয়েছে, এই বাতানল অঞ্চলের বাসিন্দা ভূপালচন্দ্র সরকার পাড়ায় চিত্রগুপ্তের পূজোর আয়োজন করেন বিশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। তখন এই এলাকায় তখন বসতি ছিল না। গ্রামের মাটির রাস্তায় কাদা-জলে পরিপূর্ণ ছিল। তার মধ্যেই এলাকার সমস্ত কায়স্থ পরিবারকে একত্র করে তিনি পূজোর সূচনা করেন। বংশ পরম্পরায় আজও নিয়ম মেনে পূজো করছেন বর্তমান প্রজন্ম। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই পূজোয়



সমান অংশীদার। ভাইফোঁটায় চিত্রগুপ্তের পূজোয় দিয়ে ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন বোনোরা। এই বছর ভাই ফোঁটাতে তার ব্যতিক্রম হল না। গ্রামের মানুষ আনন্দের সঙ্গে এই চিত্রগুপ্তের পূজোতে সামিল

চিত্রগুপ্ত। তবে কলকাতার ওই জায়গায় পূজো হচ্ছে কিনা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। চিত্রগুপ্ত নিজে ছিলেন কায়স্থ। স্বর্গরাজ্যে তাঁর গুরুত্বও ছিল অপরিমিত। তিনি যমের হিসাব রক্ষক। সেখানে যমুনা তাঁর দাদা যমের দীর্ঘায়ু কামনা করে ফোঁটা দিয়েছিলেন। আর মানুষের আয়ুর হিসেব রাখার খাতা চিত্রগুপ্তের হাতে। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে এখানকার বাসিন্দারা চিত্রগুপ্ত পূজোর প্রচলন করেন। তাঁদের ধারণা, চিত্রগুপ্তকে তুষ্ট করলে চিত্রগুপ্তের দীর্ঘায়ু পাবেন। জানা গিয়েছে, গ্রামের মেয়েরা শশুরবাড়ি থেকে এলেও, গ্রামের বউরা কেউ বাপের বাড়ি যান না। তাঁদের ভাইরা আসেন ফোঁটা নিতে। সরকার বংশের বর্তমান প্রজন্ম শিলাদিত্য সরকার বলেন, 'আমরা খুব আনন্দ করি। ১২১ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ ভূপালচন্দ্র সরকার চিত্রগুপ্ত

পূজো চালু করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, চিত্রগুপ্তকে তুষ্ট করতে পারলে ভাইয়েরা দীর্ঘায়ু লাভ করবেন। আমাদের পূর্ব পুরুষ হিসাবে তাই চিত্রগুপ্তকে পূজো করা হয়। অন্যদিকে ওই গ্রামেই মহিলা দেবদত্তা দেব বলেন, যতই কাজ থাকুক, সব ফেলেন বাপের বাড়ি আসি। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ইন্দ্রজিৎ সরকার বলেন, এই পূজোটির প্রতীকতা আমার দাদু ডঃ ভূপালচন্দ্র সরকার। বংশ পরম্পরায় এই পূজোটা হয়ে আসছে। এটা একটা পারিবারিক পূজো। আমরা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে চলে যাওয়ার জন্য পূজোটা পাতার পূজো হয়ে গেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ-কর্মে বাইরে থাকি এবং পূজোর সময় পুরো পরিবার নিয়ে চলে আসি পূজোতে আনন্দ করার জন্য।

# সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিউটি পার্লারেই কাজ করার জন্যই জীবন দিতে হল গৃহবধূকে। বিউটি পার্লারের আড়ালে জড়িয়েছে পরকীয়া এবং বাজে ব্যবসায় এমন সন্দেহ করে স্ত্রীকে মালদা শহর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার সিমলা গ্রামে। রাতেই গৃহবধূ খুনের ঘটনার অভিযোগ পেয়ে তদন্তে যায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী সজিত সিংহ তার এক বন্ধু পলাতক। তারপর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সুপ্রিয়া সিংহ (৩২)। তার বাড়ি পুখুরিয়া থানার মনিপুর গ্রামে। সজিত সিংহ মৃত গৃহবধূর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। এক বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। ওই গৃহবধূর প্রথম পক্ষের এক নাভালক সন্তান রয়েছে। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই সুপ্রিয়া সিংহ শ্বশুরবাড়ি সিমলা গ্রাম ছেড়ে মালদা শহরে চলে আসেন তার তিন বছরের নাভালক পুত্র সন্তানকে নিয়ে। মালদার ইন্ডোরবাজার শহরে একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকার পাশাপাশি বিউটি পার্লারে কাজ করছিলেন ওই গৃহবধূ। আর তাতেই দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী সজিত সিংহের মনে নানান বাজে চিন্তা ঘূরপাক

খেতে থাকে। এরপরই মঙ্গলবার রাতে স্ত্রীকে ফোনে যোগাযোগ করার পর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানেই অভিযুক্ত এক বন্ধুর সহযোগিতা নিয়ে এলাপাখাডি চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুন করে গৃহবধূ সুপ্রিয়া সিংহকে।

মৃত গৃহবধূর পরিবারের লোকদের অভিযোগ, প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল সুপ্রিয়া। কিন্তু সজিত সিংহ কোনও কাজ করত না। স্ত্রীর ওপর হামেশাই সন্দেহ করত। অত্যাচার সহ করতে না পেরে

সুপ্রিয়া মালদার ইন্ডোরবাজার শহরে চলে আসে। সেখানে বিউটি পার্লারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সজিতের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে যে তার স্ত্রী পরকীয়া অথবা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর এই ঘটনা জেলে স্ত্রীকে খুন করে অভিযুক্ত সজিত সিংহ।

পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, গৃহবধূ খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সজিত সিংহের পাশাপাশি তার এক বন্ধু যুক্ত রয়েছে। দু'জনেই পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

# আদিবাসীদের সঙ্গে ভাইফোঁটা অগ্নিমিত্রার

পৈত্রিক ভিটেয় ভাইফোঁটা মলয় ঘটকের



বুবন মুখোপাধ্যায়  
আসানসোল: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে আদিবাসী গ্রামে ভাইফোঁটা দিয়ে উৎসব পালন শুরু করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন আসানসোল দক্ষিণের পেটা-শালবনী গ্রামে আদিবাসী দাদা ও ভাইদের ভাইফোঁটা দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাদের মিস্ত্রিমুখ



করালেন। ভাই ফোঁটার পর উপহার তুলে দিলেন গ্রামের মহিলা, শিশু এবং আদিবাসী ভাইদের হাতে। ভাই ফোঁটার পর ধামসা মালয়ের ডালে ডালে পা মেলালেন বিধায়ক। অগ্নিমিত্রাকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তা, পানীয় জল সহ কিছু সমস্যার কথা জানান তিনি সেই সব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। অন্যদিকে ভাইফোঁটা

# পূর্ব বর্ধমানে সম্প্রীতির ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বফুল্লীরা শ্রীমামপুর সর্বজয়া মাস্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর ভবনে বৃহবার সকালে সম্প্রীতির ভাই ফোঁটার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। মুসলিম বোনোরা যেমন হিন্দু ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। তেমনিই হিন্দু বোনোরা মুসলিম ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। উভয় জনেরাই তাদের ভাইদের মঙ্গল কামনা করেন। মন্ত্রী স্বপন বাবুর কথায় ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাই সম্প্রীতির উৎসবের সামিল হয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কপালেও ফোঁটা দেন আজিজুলমোসা খাতুন। হিন্দু

# বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের মধ্যে ভাইফোঁটার আয়োজন কর্তৃপক্ষের

সোমনাথ মুখার্জি  
অভাব: অভাবের খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। হাজির থাকলেন অতিথিরা। দেওয়া হল উপহার। ছিল মধ্যাহ্নভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। বৃহস্পতিবার প্রতিবছরের মতো এ বরও খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে ঘটা করে হল ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান। এখানে ৭ বছরে পদার্পণ করল এই অনুষ্ঠান বলে জানান স্বাস্থ্যের সভাপতি প্রকাশ সরকার। আবাসিকরা ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি ও আবাসিকদের পরিবারের সদস্যরাও। আবাসিক মহিলারা চন্দনের ফোঁটা পরিবেশন করে পুঙ্খ আবাসিক ও অতিথিদের কপালে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এদিন আবাসিকদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে। সেই সঙ্গে মহিলা আবাসিকদের শাড়ি ও পুঙ্খ আবাসিকদের উপহার দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। আবাসনে বর্তমানে রয়েছে পুঙ্খ ও মহিলা মিলে ২৯ জন আবাসিক। এই আবাসিকদের নতুন বস্ত্র আবাসন কমিটির মহিলা সদস্য লক্ষ্মি বস্ত্রীর সহায়তায় দেওয়া হল। পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রমের তরফ থেকে আবাসনের মহিলা ও পুঙ্খ কর্মীদের হাতেও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল।

# বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোসাবা: ১৪৮তম বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহবার গোসাবা ফুটবল মাঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বক্রিচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন), মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন বিরসা মুন্ডার

# সাড়স্বরে পালিত হল বিরসা মুন্ডার জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লকের সাহাড়াতে রাজস্বায়ী ভাবে শহিদ বিরসা মুন্ডার জন্ম দিবস পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের সমবেত করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বনদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, জেলাশাসক সুনীল আগাওয়াল, পুলিশ সুপার অরজিৎ সিনহা, বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাথাতো, দুলাল মূর্মু, দেবনাথ হাঁসদা সহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি অধিকারিকরা শহিদ বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠানে সাঁওতাল সমাজের কয়েকজন শহিদ বিরসা মুন্ডার মূর্তি ধারণের কয়েকটি দিক তুলে ধরেন। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ফুলগেড়িয়ায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্য দিলে শ্রদ্ধা জানান বিজৈপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ভারতী ঘোষ ও অন্যান্য বিজৈপি নেতৃত্ব। ভাতৃদ্বিতীয় উপলক্ষ্যে সেখানে গাভ ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

# সমাজ সংস্কার, সমাজে সকল বিষয়েই আমূল পরিবর্তনের বীজ পুঁতেছিলেন বিরসা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা

আন্দোলনে তিনি আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালের ৩ মার্চ ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে হুক ৪৬০ জনকে জামায়েপাই এরগ ঘরে বন্দি করে। বিচার চলাকালীন ৯ জুন, ১৯০০ সালে রাঁচি জেলে চিকিৎসার অভাবে ও ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক অকথা অত্যাচারে শহিদ হয়ে যান বিরসা মুন্ডা। এই রকম এক দেশভৈমিকক ঋগর করে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বিরসা মুন্ডার আদর্শকে সামনে রেখে আগামী দিনে পথ চলার বার্তা দেয় বিজৈপি নেতৃত্ব।

# ধর্ম সম্প্রদায় ভুলে হিন্দু বোনের হাতে ফোঁটা নিল মুসলিম ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাটা...ভাইফোঁটার এই শুভ দিনে একই মঞ্চে হিন্দু মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে গণভাইফোঁটার আয়োজন অশোকনগরে। আর এই গণভাইফোঁটা অশোকনগর বইগাইছি সরদারপাড়া এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত বছরগুলির মতো এবছরও আয়োজন করা হয় গণ ভাইফোঁটার। যেখানে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য বা ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য দেখা গেল সব

# সম্প্রদায়ের মানুষদের। একদম জাত পাত ভুলে গিয়ে হিন্দু - মুসলিম - আদিবাসী সব সম্প্রদায়ের মানুষ এদিন যেন এই অনুষ্ঠানকে ভাগাভাগি করে নিলেন। হিন্দু ঘরের মেয়ে তন্নিতা ব্যানার্জি ফোঁটা দিলেন মুসলিম ঘরের ভাই জসীমউদ্দীনকে। আবার দেখা গেল নাসিরউদ্দিন মল্লিকের ফোঁটা দিলেন আদিবাসী ঘরের মেয়ে মদিরা সিং - রত্না মুন্ডা এরা। সবমিলে যেন এক সম্প্রীতির মেলবন্ধন দেখা গেল অশোকনগরের বইগাইছি এই ছোট গ্রামে।

সম্প্রদায়ের মানুষদের। একদম জাত পাত ভুলে গিয়ে হিন্দু - মুসলিম - আদিবাসী সব সম্প্রদায়ের মানুষ এদিন যেন এই অনুষ্ঠানকে ভাগাভাগি করে নিলেন। হিন্দু ঘরের মেয়ে তন্নিতা ব্যানার্জি ফোঁটা দিলেন মুসলিম ঘরের ভাই জসীমউদ্দীনকে। আবার দেখা গেল নাসিরউদ্দিন মল্লিকের ফোঁটা দিলেন আদিবাসী ঘরের মেয়ে মদিরা সিং - রত্না মুন্ডা এরা। সবমিলে যেন এক সম্প্রীতির মেলবন্ধন দেখা গেল অশোকনগরের বইগাইছি এই ছোট গ্রামে।

# বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে আয়োজিত হয় ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে আয়োজিত বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান। দেখতে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। এলাকাবাসীর কথায় এটিই এক ধরনের কানিভাল। প্রায় চারশো বছর ধরে কোটা গ্রামের এটিই রীতি। গ্রামে যে সমস্ত কালী পূজো হয়। তার সঙ্গে শিবের পূজো ও হরসৌরীর পূজো হয়। সেই সমস্ত মূর্তি কোটা গ্রামের একটি পুকুরে তেলা বানিয়ে তার উপরে মূর্তি উঠিয়ে কোটা পুকুর প্রদক্ষিণ করা হয়। এটিই ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান নামে

# বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে আয়োজিত হয় ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে আয়োজিত বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান। দেখতে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। এলাকাবাসীর কথায় এটিই এক ধরনের কানিভাল। প্রায় চারশো বছর ধরে কোটা গ্রামের এটিই রীতি। গ্রামে যে সমস্ত কালী পূজো হয়। তার সঙ্গে শিবের পূজো ও হরসৌরীর পূজো হয়। সেই সমস্ত মূর্তি কোটা গ্রামের একটি পুকুরে তেলা বানিয়ে তার উপরে মূর্তি উঠিয়ে কোটা পুকুর প্রদক্ষিণ করা হয়। এটিই ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান নামে



পরিচিত। ভেলা ভাসান দেখতে পুকুরের চারপাশে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। প্রতি বছরের মতো এবছরও

গ্রামে। ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসে মেলা। ৪ দিন ধরে চলে নানান অনুষ্ঠান। গ্রামের বাসিন্দা জগবন্ধু বাউড়ি জানান, গ্রামের সকলেই চাষাবস করেন। কয়েকশো বছর আগে গ্রামের চাষিরা মাঠের থেকে ফসল তুলে আনার পর গ্রামে কালীপূজার সময় হরসৌরীর পূজো শুরু করেন। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ও পাড়ায় শুরু হয় হরসৌরীর পূজো। চাষ করে গ্রামের মানুষের ফসল ভালো হওয়ায় তারা ভাইফোঁটার দিনে গ্রামের সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রাচীন কাল থেকে এটিই রীতি চলে আসছে

থেকে এই রীতি চলে আসছে এখনো। তবে এই অনুষ্ঠান দেখতে কোটা গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশেপাশের বহু মানুষ মেলায় ভিড় জমান। শুধু হিন্দুরা নয়। হিন্দু, মুসলিম সহ অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গ্রামের বাসিন্দা লুফের রহমান জানিয়েছেন তাদের গ্রামের এইটাই ব্রীত্বিত্য। ছোট থেকে তারা দেখে আসছেন ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানে। তাদের পূর্বপুরুষেরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গ্রামের বাসিন্দা লুফের রহমান জানিয়েছেন তাদের গ্রামের এইটাই ব্রীত্বিত্য। ছোট থেকে তারা দেখে আসছেন ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানে। তাদের পূর্বপুরুষেরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

